যুগান্তর

তারিখ ... 12 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

কারিগরি শিক্ষার দুরবস্থা

মান বাড়াতে প্রথমেই অনিয়মগুলো দূর করতে হবে

দেশে-বিদেশে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার কারিগরি শিক্ষা প্রদানে গুরুত্ব বাড়িয়েছে। এটি ইতিবাচক খবর। কিন্তু কারিগরি শিক্ষায় যথাযথ মনিটরিং না থাকায় সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি ও অনিয়ম বেড়েই চলেছে। রোববারের যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশে কারিগরি শিক্ষায় বিরাজমান বিশৃংখলা ও অনিয়ম দূর করতে বেশকিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কাঙ্ক্ষিত সুফল পেতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কী করণীয়, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাও নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে উল্লিখিত বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে, এটাই আশা করা যায়।

এবার বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মানের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জায়গা স্বল্পতা, শিক্ষক সংকট, ল্যাব সংকট— এসব দেখেই প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। অনেকের অভিযোগ, কোনো কোনো বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান এতই খারাপ যে, নির্ধারিত সময়ের পরে শিক্ষার্থীরা একটি সনদ পেলেও প্রকৃতপক্ষে ওই শিক্ষার্থীদের কোনো দক্ষতাই অর্জিত হয় না।

দেশে-বিদেশের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সেক্টরে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়। কারিগরি জ্ঞান অর্জন করার পর সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা যাতে দ্রুত চাকরি পায় তাও নিশ্চিত করা দরকার। বিশ্বমন্দার প্রেক্ষাপটে আগামীতে বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান আরও সংকুচিত হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে বিদেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশে কর্মসংস্থান বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

কারিগরি শিক্ষার নামে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার বিষয়টিও পত্রিকার শিরোনাম হয়। এসব প্রতারকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া না হলে সরকারের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। এ বিষয়ে দ্রুত সুফল পেতে হলে প্রথমে সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিত তরুণরা জেলা শহরে বা রাজধানীতে কারিগরি শিক্ষা নিতে এসে প্রতারণার শিকার হয়। এসব স্বল্পশিক্ষিত তরুণকে কারিগরি শিক্ষার জন্য যাতে জেলা শহর বা রাজধানীতে আসতে না হয়, সেজন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।